হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জুন ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মধ্যযুগীয় ভাবধারায় অনড় হিংস্র ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক। সাদ্দাম হোসেনের মতো একটা যুদ্ধবাজ ডিক্টেটারের জন্য এদের কলম সক্রিয় হয়। শ্যামাপ্রসাদের জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে একটা প্রবন্ধের শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখার সাংবাদিক এবং প্রকাশ করার মতো পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে নেই।

—শিবপ্রসাদ রায়

১০ শতাংশ মুসলিম

সংরক্ষণ বিরোধী ডেপুটেশন

১৯ মে ১০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ক্যানিংএ এস. ডি. ও কে গণ ডেপুটেশনের বিশাল জনসমাবেশের চিত্রের একাংশ।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন শিক্ষা ও চাকুরীতে ১০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের যে নীতি ঘোষণা করেছে তা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। সংবিধান বিরোধী এই মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতি বিভিন্ন জেলার বিডিও তথা এসডিওর মাধ্যমে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের কার্যসূচী হাতে নিয়েছে। 'হিন্দু সংহতি'র উদ্যোগে মুসলিম সংরক্ষণের প্রতিবাদে গত ১৯মে বুধবার ক্যানিং এস. ডি. ও অফিসে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সকাল ১০.১৫টায় ক্যানিংয়ে কয়েক হাজার কর্মী বিভিন্ন জায়গা থেকে মিছিল করে জমায়েত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত থাকেন সংগঠনের সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে, এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ও আরো অনেকে। সভায় বক্তারা এই সংবিধান বিরোধী মুসলিম সংরক্ষণের তীব্র বিরোধিতা করেন। এই ধর্মীয় সংরক্ষণের নামে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ নতুন করে বপন করেছে। যার ফলে আগামী দিনে দেশের সংহতির উপর আঘাত হানা হবে। বক্তারা আরো বলেন সংরক্ষণের মাধ্যমে মুসলিমদের উন্নয়ন নয় তাদেরকে উস্কানো হচ্ছে ভোট আদায়ের জন্য। কর্মব্যস্ত মানুষরা দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনে হাততালি দিয়ে ও আগ্রহ সহকারে সংহতির হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করেন। সভা চলাকালীন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ব্লক সভাপতি চিরঞ্জীব ব্যানার্জী, কার্যকরী সভাপতি দীনবন্ধু ঘরামী ও সম্পাদক সাগর হালদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এসডিওর কাছে যান জ্ঞাপনটি তাঁর হাতে দেবার জন্য। এস.ডি.ও মহাশয় মহম্মদ সাঈদ সেটি গ্রহণ করেন অফিসের অন্যান্য সকলকে আমাদের হ্যাণ্ডবিল দেওয়া হয়।

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা-১ বিডিওকেও জ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৯মে। সকাল ১০.০০ টায় কিছু কর্মী ভ্যানে মাইক বেধে ব্যানার ও পতাকা লাগিয়ে বিডিও অফিসের সামনে জমায়েত হয়। শ্লোগান ও ভাষণ চলতে চলতে পথ চলতি মানুষকে হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়। স্থানীয় নেতৃত্ব পার্থ ঘোষ ও আশীষ মান্নার নেতৃত্বে একটি টিম বি.ডি.ওর কাছে যান। তিনি না থাকায় জয়েন্ট বিডিওকে জ্ঞাপনটি দেওয়া হয়।

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

কবরস্থানের পাশে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে একটি ছোট্ট বিবাদ থেকে

ফরাক্কায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ৩১শে মে কবরস্থানের পাশে মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে একটি ছোট্ট বিবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কায় বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ফরাক্কা থানার সমসপুর গ্রামের কবরস্থানের পাশে হিন্দু ঘোষ সম্প্রদায়ের কয়েকজন যুবক মদ খেয়ে মদের বোতল কবরস্থানে ফেলে। সেই অভিযোগে আশেপাশের গ্রামের কয়েক হাজার মুসলমান একত্রিত হয়ে হিন্দু গ্রামগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহু হিন্দু বাড়ী লুট করে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়। বহু বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়। বেণীগ্রাম অঞ্চল ও নয়নসুখ অঞ্চলের বহু গ্রাম, যথা কাশীনগর, রঘুনাথপুর, চৌকিগ্রাম, বেনিয়াগ্রাম, জাফরগঞ্জ, নয়নসুখ, ইমামনগর, কুটিঘাট, কেদুয়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে হিন্দুরা প্রাণভয়ে পালায়। ফরাক্কার এনটিপিসি টাউনশিপের মধ্যে এবং ফরাক্কা ব্যারেজের অন্য দিকে মালদা জেলার ভাঙাটোলা গ্রামে অস্থায়ী শরণার্থী শিবির করতে হয়। প্রায় দুহাজার হিন্দু এই শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেয়। এলাকায় চারদিন ধরে ব্যাপক বোমাবাজি চলতে থাকে। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পূর্বদিকে সমস্ত গ্রামগুলিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ঘোষদের যুবকরা মুসলিম দুষ্কৃতিদের প্রতিহত করে। এখানে রিফিউজী অধ্যুষিত গ্রামগুলি থেকেও হিন্দু যুবকরা (সকলেই হালদার) বেরিয়ে এসে ঘোষ যুবকদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে দুষ্কৃতকারীরা তাণ্ডব বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। দুপক্ষই সমানে বোমাবাজি করে, উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন বাজারটি লুট করার জন্য কয়েকশো মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের চেষ্টা হালদার যুবকরা রুখে দেয়।

এলাকায় র‍্যাফ নামিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে পাঁচদিন পর কোনরকমে পরিস্থিতি সামলে দেয় প্রশাসন। প্রায় একশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ফরাক্কার কংগ্রেসী এমএলএ মইনুল হক এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন যুগিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে বাংলাদেশকে জল দেওয়া হয়। তাই এই স্থান ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ফরাক্কা ব্লকে ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে হিন্দু ৩৬.৬৫ শতাংশ ও মুসলিম ৬২.৭৬ শতাংশ। ২০১১ সালের সেনশাসে তো হিন্দুর জনসংখ্যার অনুপাত আরও কমে যাবে।

মমতার সরকারী অনুষ্ঠানে নারায়ে তক্‌দীর

গত ১৪/৪/১০ তারিখে রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রাম সংলগ্ন উজলপুকুর মোড়ের পাশে ডানকুনি ফুরফুরা রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আশপাশের প্রায় ৭টি ব্লক থেকে অসংখ্য তৃণমূলকর্মী ও সাধারণ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। রেলমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার ১০ মিনিট আগে প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতা একটি গানের প্রথম কলি ধরাতে সাথে সাথে ফুরফুরা মাদ্রাসার প্রায় ৫০ জন ছাত্রকে সঙ্গে করে তোহা সিদ্দিকি সাহেব মঞ্চে উঠে শিল্পীর গান বন্ধ করে—"নারায়ে তক্‌দীর-আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দিতে থাকেন। ১০ মি. পর মমতা ব্যানার্জী মঞ্চে আসলে গজল গাওয়া হয়। কিন্তু শিল্পী নচিকেতাকে গাইতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ঐ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকলেও রেলের মঞ্চ অর্থাৎ সরকারী মঞ্চ থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্লোগান দেওয়ার খবর কোন সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করল না। সাধারণ হিন্দু জনগণ পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করলেন কিন্তু কোনো প্রতিবাদের সাহস দেখালেন না। শিল্পীর মর্যাদার কথা আর নাইবা বললাম। আগামি দিনে এরকম অনেক সরকারি অনুষ্ঠানে সিদ্দিকি, সিদ্দিকুল্লা ও বরকাতিদের মাতব্বরী আমাদের দেখতে হবে। রেলের এই অনুষ্ঠানে তোহা সিদ্দিকি ঘোষণা করেন যে রাজ্য সরকারের দেওয়া মুসলিমদের জন্য ১০% চাকরিতে সংরক্ষণ তাঁরা মানবেন না। ২৫% সংরক্ষণ চাই।

কলকাতায় তালিবান

কাবুল নয়, কলকাতা। কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ছাত্র সংসদ ফতোয়া জারি করেছে সব মেয়েদের বোরখা পরার জন্য। এমন কি এর আওতা থেকে শিক্ষিকা কূলকেও বাদদেয়নি। দুজন মহিলা এর প্রতিবাদ করে জেহাদী ছাত্রদের হুমকিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারছেন না। এমনই একজন হলেন প্রফেসর শিরীণ মিদ্যা। তিনি বোরখা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে অসম্মত হলে ছাত্রেরা তাকে হুমকী দেয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, রেজিস্ট্রার এমন কি রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মাননীয় মন্ত্রীর কাঝে অভিযোগ জানিয়েও সুবিচার পান নি। অবশেষে তালিবানি ছাত্রদের কাছে হার মেনে কর্তৃপক্ষ তাকে সল্টলেকের ক্যাম্পাসের লাইব্রেরিতে বদলি করে। নারীবাদী সংগঠন অনেক আছে। কিন্তু আজ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরীণ মিদ্যার পাশে কোনো সংগঠন নেই কেন?

আমাদের কথা

উন্নয়ন নয় সংরক্ষণ চাই

পিছিয়ে রাখা মুসলিমদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য এই স্লোগান। গণতন্ত্রকে ধোকা দেওয়ার জন্য। কাফের (হিন্দু) রাজনেতাদের ধোকা দিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে সারা বিশ্বকে জয় করার স্লোগান। এটা আপনারা অর্থাৎ হিন্দু আন্দোলনকারী বা সেক্যুলার হিন্দু নেতারা বুঝতে পারবেন না। হিন্দুত্ববাদীরা ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বিরোধিতা করলে বাকী হিন্দুরা, মিডিয়া, মানবতাকর্মীরা আপনাদের সাম্প্রদায়িক বলে গালি পাড়বে। আমরা সংরক্ষণের সুযোগ পেয়ে বাকী হিন্দুদের পশ্চাতে আমাদের পিছিয়ে থাকা সব মুসলমানরা পটাপট পায়ের স্ট্যাম্প মেরে উদ্বাস্তু করে দেব, এই সহজ সমীকরণটা কোন দিন আপনারা বুঝতে পারবেন না।

যারা একটু বোঝেন একবার ভাবুন ৭১২ খৃঃ মহম্মদ বিন কাশিম প্রথম ভারত আক্রমণ করে, আর ১৭৫৭ পলাশীর সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়। মোটামুটি ধরা যায় হাজার বৎসর মুসলমান ভারতবর্ষ শাসন করেছে। তার পরও মুসলমান পিছিয়ে! দুশো বছর ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন মুসলমান অংশগ্রহণ করল না। অথচ ঠিক স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে ''পাকিস্তান'' দাবিতে ১৯৪৬ সালে শুরু করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। দেশব্যাপী হিন্দুহত্যা করে প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ''পাকিস্তান''। জনসংখ্যার দিক থেকে ২৩% তারা পাকিস্তানের জন্য জমি নিল ২৭%। তারপর এদেশে থাকার কোন সাংবিধানিক অধিকার-ই থাকতে পারে না। তবুও মোটামুটি ৯ কোটি মুসলমানের মধ্যে ৩½ কোটি মুসলমান এদেশে থেকে যায়। অপরদিকে পাকিস্তান যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র তাই তাদের পবিত্র সংবিধানে কোন বিধর্মীর তাদের দেশে থাকার অধিকার হল না। শুরু হল নব উদ্যমে কাফের (হিন্দু) হত্যা। শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানেই ১০ লক্ষ হিন্দু শিখকে হত্যা করা হয়, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ধর্ষিতা ও অপহৃতা হয়। সেই পাক্ নামক স্থান থেকে পালিয়ে আসা মহান মনমোহনের মনমোহিনী বাণী 'জাতীয় সম্পদে মুসলমানদের থাকবে অগ্রাধিকার'। আর সেই পাকিস্তান থেকে স্ট্যাম্প খেয়ে আসা সাচার কমিশন দেখালেন ভারতে মুসলমানরা কত পিছিয়ে। পাকিস্তান থেকে উৎখাত হওয়া পরিবারের বলিউড নায়িকা করিনা কাপুর বলছেন মুসলমান কত ভালো। বিরোধী নেতা লালকৃষ্ণ বাবুও জিন্নাকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ পত্র দেন। কিন্তু এঁরা কেউই পাকিস্তানে থাকতে পারলেন না কেন? মুসলমান পিছিয়ে বলে? সেদেশে থেকেই তাদেরকে একটু এগিয়ে নিতে পারতেন!

অপরদিকে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জয় বাঙলার স্লোগান তুলে সৃষ্টি হল বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে বাঙালির সংস্কৃতির এক পবিত্র পীঠস্থান রমনা কালীবাড়ীকে বুলডোজার দিয়ে কবর দেওয়া হল। মারা হল মুজিবুরকে। বাংলায় এখন নতুন স্লোগান 'আমরা সবাই তালিবান বাংলা হবে আফগান'। বাংলাদেশ হওয়ার আগেই ১৯৫০ সালে শুরু হওয়া কাফের (হিন্দু) হত্যাযজ্ঞ যার পরিণাম লক্ষ লক্ষ নয় কয়েক কোটি হিন্দু উদ্বাস্তুর কলঙ্ক চিহ্ন কপালে, গায়ে একবস্ত্র আর পেছনে পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের স্ট্যাম্প নিয়ে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে। সেই উদ্বাস্তুর প্রতিনিধিরাই পশ্চিমবঙ্গ শাসন করে চলেছে, একমাত্র ব্যতিক্রম অজয় মুখার্জি। আর আগামী দিনে যিনি আসছেন তিনিও ওপার থেকে আসা। তাই এরা সকলে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে কে কত পাইয়ে দেবে পিছিয়ে থাকা মুসলমানদের। ১৯৪৭ সালে ভারতের মুসলমান ছিল ৯ কোটি। তাদের মধ্যে ৩½ কোটি মুসলমান ভারতে থেকে গেল। এখন তাদের সংখ্যা ২০ কোটি। বাংলাদেশে অমুসলিম ছিল ২৯% বর্তমানে আছে ৯% বাকী খতম। আর ভারতে তারা জনসংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। সরকারী উন্নয়ন দপ্তরে লেখা আছে 'উন্নয়নের প্রথম শর্তই হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ' মুসলমানরা তা মানবে না কারণ তারা পিছিয়ে আছে। তাই তাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের জনসংখ্যা যখন ৫০% হবে তখন সকলকেই উদ্বাস্তু হতে হবে। যেমন কাশ্মীরে ৩½ লক্ষ পণ্ডিতের জায়গা হয় না। সেদিন এই মনমোহন, লালকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মমতারা থাকবে না আপনাদের নেতা। যেমনভাবে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে তারা নেই। সেই শিক্ষা নিয়ে বসে বই পড়বেন না সংরক্ষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবেন? এখনও বিক্ষোভ দেখানোর সময় আছে। কিন্তু কাশ্মীর, বাংলাদেশ, পাকিস্তান হলে বিক্ষোভও দেখাতে পারবেন না। কাশ্মীর হিন্দু শূন্য, ভারতেরই একটি রাজ্য সেখানে কোন হিন্দুর থাকার অধিকার নেই। বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে যে কটি হিন্দু বেঁচে আছে তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা, হয় মুসলমান হও, পালিয়ে ভারত যাও, না হলে কোতল। এ নিয়ে নেতা নেত্রী, মানবতাকর্মী, মিডিয়া চুপ। তাদেরকে বললে বলবে ওটা তো মুসলিম রাষ্ট্র। তাই ভারতকে নতুন করে দার উল ইসলামে বানাবার জন্য সকলেই উঠে পড়ে লেগেছে। মুসলিম হলে ট্রাফিক আইন মানতে হয় না, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে নেই, মাদ্রাসায় সরকারি খরচে আলেব তালেব আজিল ফাজিল শিখেও চাকরি, সরকারি খরচে হজ করা, পাঁচবার নামাজে মাইক বাজানো তারা সংবিধানের কিচ্ছুটি মানবেন না, অথচ রাষ্ট্রপতি হবেন, জজ হবেন, মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আপনাকে সংবিধানের ধারা শোনাবেন আর নিজেরা চলবেন কোরানের ধারায়। তাই এই পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের সংবিধান নামক পবিত্র কোরানখানি সকলকে পড়তে হবে, না হলে মানবতা পিছিয়ে পড়বে। আর একদিন এই পিছিয়ে পড়ার সুযোগে তারাই আবার পাকিস্তান তৈরী করবে।

গ্রাউন্ড জিরোতে মসজিদের পরিকল্পনা

আমেরিকায় ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ

নিউ ইয়র্ক— ২৪শে মেঃ ২০১০

গ্রাউন্ড জিরোর নিকটেই তেরতলা উঁচু এক বিশাল মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা আমেরিকায় মুসলিম বিরোধী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জেহাদী বিমান হানায় বারলিংটন কোর্ট ফ্যাক্টরী (Burlington Court Factory) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে মুসলিম জেহাদী হানায় বিমানের বিচ্ছিন্ন অংশের আঘাতে ৪৫ পার্ক প্লেসের ক্ষতিগ্রস্ত এই কারখানাটি সেই থেকে অব্যবহৃত। মুসলিম সংগঠনগুলি মসজিদ নির্মানের জন্য সেই স্থানটিকেই বেছে নিয়েছে।

''আমরা একটি মঞ্চ তৈরী করতে চাই যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ (কিন্তু নীরব) মূল অংশের বক্তব্যই প্রাধান্য পাবে। বিশাল আয়তনের এরূপ একটি কেন্দ্র সেই কাজটিই করবে''— বলেন এই প্রকল্পের প্রণেতা আমেরিকান সোসাইটি ফর মুসলিম এ্যাডভান্সমেন্টের ডিরেক্টর ডেইসী খান (Daisy Khan)।

স্থানীয় নাগরিক সংস্থা নিউইয়র্ক কম্যুনিটি বোর্ড-১ এর আর্থিক জেলা কমিটি ৫-ই মের সভায় প্রস্তাবিত ইসলামিক কেন্দ্রটিকে ছাড়পত্র দিয়েছে।

১০০ মিলিয়ন ডলারের এই বিশাল কেন্দ্রে থাকবে সুইমিং পুল, বাস্কেট বল কোর্ট, ৫০০ আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ এবং সম্ভবত ডে-কেয়ার (Day Care) সেন্টার। আশা করা যায় জুম্মা বারের নামাজে অন্ততঃ ২০০০ মুসলমান অংশ নেবে।

প্রকল্পটি আমেরিকায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। একটি গোষ্ঠী--- Stop the Islamicisation of America (SIOA), আগামী ৬ই জুন রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে। ''ইসলামিক জেহাদী হানায় যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিসাৎ হয়েছিল— সেখানেই স্থাপিত হবে গগণভেদী দানবাকৃতির এই ভয়ংকর মসজিদ; এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানজনক আর কি হতে পারে? বলেছেন গোষ্ঠীর ডিরেক্টর পামেলা গেলার (Pamela Geller) কোন শিষ্ট সজ্জন আমেরিকান, মুসলমান অথবা অন্য কারো নিকট এহেন অবমাননা স্বপ্নাতীত। এ যেন আমেরিকার নয়ন যুগলে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত।

গেলার-এর সংস্থার পক্ষ থেকে দাবী করা হয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনস্থলের উপর মসজিদ স্থাপন করে মুসলমানদের আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রদর্শন করাই হল ইসলামের ইতিহাস। উদাহরণ— জেরুজালেমে ইহুদীদের উপাসনালয় টেম্পল মাউন্টের ওপর আল-আক্সা মসজিদ, ইস্তানবুলে খৃষ্টানদের উপাসনাগৃহ- হাগিয়া সোফিয়া ব্যাসিলিকার (Hagia Sofia Basilica) উপর আয়া সোফিয়া মসজিদ (Aya Sofya Mosque) ও দামাস্কাসের সেন্ট জন ব্যাপাটিস্ট চার্চের উপর নির্মিত উমায়েদ মসজিদ (Umayyad Mosque)।

বিধ্বস্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের স্থানে একটিই মাত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা উচিৎ— যার উদ্দেশ্য হবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ যা হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে; মূল গ্রন্থের সেই সকল অংশ ও উগ্র জেহাদের সমর্থনে কোরাণের অসংখ্য আয়াত-সহ সকল ইসলামি বিধানকে বাদ দেওয়া বা বাতিল করা।

Community Board-1 এর সদস্য Paul Sipos নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে এক বিবৃতিতে প্রতীকীবাদের (Symbolism) প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করেন। ''জাপানীরা যদি পার্ল হার্বারের এক পাশে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়--- তবে তা হবে অসংবেদী/ অসংবেদনশীলতার পরিচায়ক। জার্মানরা যদি এত বছর পরে Aueswitz'র (সেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করা হয়) পাশে Bach Choral Society খোলে--- তবে তাও হবে সমান অসংবেদী। ইসলামের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমি শুধু ভাবি সেখানে কেন?''

অন্যরা প্রতিবাদে আরও কঠোর। দক্ষিণপন্থী Tea Party আন্দোলনের নেতা মার্ক উইলিয়ামস্ তাঁর ব্লগে উত্তেজক প্রচার পত্র দিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। Tea Party Express-এর চেয়ারম্যান উইলিয়ামস্ লিখেছেন ঃ ''জেহাদীদের বাঁদর ভগবানের উপাসনার জন্য এই স্মৃতিস্তম্ভে একটি মসজিদ তৈরী হোক।'' তিনি অবশ্য কোটি কোটি হিন্দু যারা বজরংবলীকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করে, তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১১-ই সেপ্টেম্বর বিধ্বংসী বিমান হানায় যাঁরা নিহত হয়েছেন— তাঁদের পরিবারদেরও কাছে প্রবল আপত্তি। Evelyn Pettigana, যাঁর এক বোন নিহত হয়েছে, 'বলেন, ''আমি ব্যাপারটি আদৌ পছন্দ করি না। আমার কোন কুসংস্কার নেই। কিন্তু যেখানে আমাদের প্রিয়জনরা নিহত হয়েছেন, প্রস্তাবিত মসজিদটি তার একেবারেই কাছে এটা মেনে নেওয়া যায় না।''

The Times–London

(সূত্র ঃ দি টেলিগ্রাফ, ২৫.৫.১০)

আর্য সমাজের সাথে বিতর্কে যোগ দিতে

অস্বীকার করলেন জাকির নাইক

শ্রী অগ্নিবীর ঃ ২০/৪/১০। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে এক বিতর্ক সভায় যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত ইসলামী তাত্ত্বিক জাকির নাইকের গুরু আবদুল্লা তারিক। স্থান ঃ বুলন্দসহর। সময় ঃ ৮/২/০৮। ইসলামের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রসঙ্গে কয়েক দিনের আলোচনায় যোগ দেন আর্যসমাজের তাত্ত্বিক নেতা মহেন্দ্র পাল আর্য। বিতর্ক শেষে আবদুল্লা প্রকাশ্যে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। পুরো জানতে হ'লে ইন্টারনেটে YouTube খুলে আগ্রহীরা দেখতে পারেন।

জাকির নাইকের সাথেও অনুরূপ বিতর্ক সভায় যোগ দিতে আমরা কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করেও তাঁকে রাজী করানো যায় নি। জাকিরের ব্যক্তিগত সচিব সুস্পষ্ট রূপে জানান যে, আর্যসমাজের সাথে জাকির কোনও বিতর্কে যোগ দেবেন না। কারণটা প্রাঞ্জল। আর্যসমাজ গত ১২৫ বছর ধরে হিন্দুধর্ম রক্ষায় এবং ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরায় অগ্রনী। আমাদের ইতিহাসের যুগান্তকারী দিক্‌গুলির প্রতিষ্ঠায় নিরত থাকতে শুদ্ধি আন্দোলন, দেবনাগরী হিন্দীর প্রতিষ্ঠা, হায়দ্রাবাদ নিজামের অপচেষ্টা বানচাল করে ভারতে সংযুক্তি ইত্যাদি কাজ আর্যসমাজ করে চলেছে। জাকির সাহেব এসব জানেন বলেই বিতর্কে যোগ দিতে অস্বীকার করেছেন। তাই আমরাও কয়েকটি প্রস্তাব নিয়েছি ঃ (১)আমরা সাধারণ আম-মুসলিমদের সাথে বিতর্কে যোগ না দিয়ে 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউণ্ডেশন' -এর ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নামী, বিদ্বান, তত্ত্বজ্ঞ যাঁদের ফটো ছাপা হয়েছে এমন ব্যক্তিত্বদের সাথে বিতর্কে যোগ দেব। কট্টরপন্থী জাকির নাইকের নিকট সাধারণ মুসলিমরা গিনিপিগের মত। এঁদের জন্য সহানুভূতি রইল। আমরা তাঁদের সেন্টিমেন্টে বা ভাবাবেগে আঘাত করতে চাই না। ইসলামী তত্ত্ব ও গ্রন্থ নির্ভর আমাদের লেখালেখিগুলি সম্পর্কে তাঁদের কোনও প্রশ্ন বা সন্দেহ থাকলে এ সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের পণ্ডিতদের নিকট খোঁজ নিতে পারেন।

(২) বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য সাধারণ ভারতীয়দের হাতে এমন তথ্য ও যুক্তির রসদ জুগিয়ে দেওয়া যাতে এই সমস্ত ঠগ প্রবঞ্চক জাকির নাইকদের বিভ্রান্তিকর ধর্মপ্রচারকে রুখে দেওয়া যায়।

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

রুকবানুরের পরাজয়— ন্যাকামির ভাণ্ডাফোড়

মমতার জন্য সতর্কবার্তা

তপন কুমার ঘোষ

রুকবানুর ভোটে হেরে গেল। কি করে হেরে গেল? চারিদিকে তৃণমূলের জয় জয়কার। সেই তৃণমূলের নয়ণের মণি রুকবানুর হারল কেন? তাহলে রিজওয়ানুরের মৃত্যুতে এত যারা চোখের জল ফেলল, মিছিল করল, মোমবাতি জ্বালালো, তাদের ভোটগুলোই বা গেল কোথায়, আর তাদের সেন্টিমেন্টের অংশীদার হয়ে ৬৫ নং ওয়ার্ডের ভোটাররা রিজানুরের দাদাকে ভোট দিল না কেন? মমতা ব্যানার্জ্জী জবাব দেবেন কি?

কোটিপতি অশোক টোডির মেয়েকে ফাঁসিয়ে ঘরে তোলার পর যখন রিজানুর রহমানের সন্দেহজনক অবস্থায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল, তারপরে যেন রাজ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল। অনেক বড় বড় মাথা কাটা পড়ল। তিনজন পুলিশ অফিসার সাসপেণ্ড হল। এমনকি কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ কমিশনারের চাকরি গেল। রিজানুরের জন্য শোকের মিটিং মিছিলে ছয়লাপ হয়ে গেল। যাদবপুরে মোমবাতি জ্বালানোর সে কি ধুম! সাধারণ মানুষের উপর পুলিশি অন্যায় অবিচারের যেন প্রতীক হয়ে গেল রিজানুর। মমতার প্রত্যেক সভায় তার দাদা রুকবানুর, আর মা কিশোয়ার জাহান। দুর্গাপূজার উদ্বোধনে পর্যন্ত রুকবানুর, যার ধর্ম ইসলাম মতে মূর্তিপূজা ধর্ষণ ও হত্যার থেকেও বড় পাপ, যে পাপের নাম শিরক্। টিভি চ্যানেলগুলোর স্টুডিওতে শাঁওলি মিত্র বিভাস চক্রবর্ত্তীদের থেকেও রুকবানুর তখন বড় সেলিব্রিটি।

এত যার জনপ্রিয়তা, সে ভোটে হারল কেন? এ প্রশ্নের জবাব যেমন মমতাদেবীর (দেবী বললে আবার তিনি রাগ করবেন, মমতা আপা বললে হয়ত খুশি হবেন) কাছে চাইব, তেমনি মোমবাতি জ্বালানেওয়ালাদের কাছেও চাইব। একটা কারণ খুঁজে বের করা হয়েছে। রিজানুরের শোকাবহ মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করা জনগণ পছন্দ করেনি, তাই তারা ওর দাদাকে ভোট দেয়নি। তা জনগণ যে এটাকে নিয়ে রাজনীতি করা পছন্দ করবে না— এটা কি মমতা (দেবী আর আপার ঝামেলায় গেলাম না) বুঝতে পারেন নি? তিনি কি এইসব বিশারদদের থেকে রাজনীতি কম বোঝেন?

না, সেটা কারণ নয়। আসল ব্যাপারটা আবার গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। রুকবানুরের হারার আসল কারণটা প্রকাশ পেলে মমতার রাজনৈতিক ক্ষতি, আর মোমবাতি জ্বালানো সুবেশ-সুবেশা ন্যাকা নেকীদের ন্যাকামির ভাণ্ডাফোড়।

রুকবানুরের হারার আসল কারণটা হচ্ছে ৬৫ নং ওয়ার্ডের সমস্ত হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে রুকবানুরের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। এই তৃণমূলের বাজারেও তারা যে রুকবানুরকে ভোট দেয়নি শুধু তাই নয়, রুকবানুর যাতে হারে সেজন্য বামফ্রন্টের হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। মিটিং মিছিলের আওয়াজ আর সবজান্তা মিডিয়াগুলোর প্রচারে মনে হচ্ছিল যে রুকবানুর যেন জিতেই গিয়েছে। কিন্তু মিডিয়ার মুখে ঝামা ঘসে ৬৫ নং ওয়ার্ডের জনগণ রুকবানুরকে হারিয়ে দিল। কোন্ জনগণ হারালো? মুসলিম ভোট ভাগ হলেও রুকবানুর মুসলমান ভোট পেয়েছে। তার পাওয়া ৯২৬২ ভোটের প্রায় সবটাই মুসলিম ভোট। কিন্তু হিন্দুরা এক হয়ে ১২৭৯৫টি ভোট দিয়ে জেতালো আর এস পি-র সুশীল শর্মাকে। এটা হল হিন্দুদের নির্ণায়ক পদক্ষেপ।

ওই ওয়ার্ডে হিন্দুরা এককাট্টা হল তাদের সেন্টিমেন্টকে প্রকাশ করতে। সেই সেন্টিমেন্ট হল— রিজানুরের মৃত্যুকে নিয়ে এই ভণ্ডামি আর ন্যাকামি তারা পছন্দ করেনি। মমতা রিজানুরের মৃত্যুকে মুসলিম ভোট (সারা রাজ্যে) টানার জন্য তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অশোক টোডির পয়সা আর পুলিশের ক্ষমতা দিয়ে রিজানুর-প্রিয়ঙ্কা টোডির মহান প্রেমের অপমৃত্যু ঘটল, এতবড় অন্যায় অবিচার হয়ে গেল, তাই মমতা পথে নেমেছেন— এটা মিডিয়া প্রচার করলেও জনগণ বিশ্বাস করেনি। কারণ মানুষ খুব ভালো করেই জানে আর বোঝে যে, যদি একটা মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে একটা হিন্দু ছেলে এইভাবে অবিচার অন্যায়ের শিকার হত, তাহলে মমতা পথে নামতেন না। বারাসাতে এই একই কারণে অর্ক ব্যানার্জ্জীকে পোড়ানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় এই একই কারণে ফতোয়া দিয়ে শৈলেন্দ্র প্রসাদকে গলা কেটে হালাল প্রক্রিয়ায় হত্যা করা হয়েছে, শান্তিপুরে এই একই কারণে চঞ্চল সাধুখাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে, কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে মমতা পথে নামেন নি। কিন্তু রিজানুরের বেলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কারণ, শুধু মুসলিম ভোট। জনগণ এটা বোঝে। আর মিডিয়ারা সেটাই গুলিয়ে দিতে চায়। কারণ, এই মিডিয়ারা মসজিদ থেকে টাকা পায়।

প্রতিদিন কত মুসলিম ছেলে রাজ, রাজা, বাপি, পলাশ প্রভৃতি নাম নিয়ে হিন্দুর ছদ্মবেশে কত সরল হিন্দু মেয়েকে ধোকা দিয়ে ফাঁসাচ্ছে, প্রথমে টাকা খরচ করে গিফট দিয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রলুব্ধ করে তাদের সেক্স করে তাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, তাদেরকে অসহায়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, মেয়েগুলো প্রেগন্যান্ট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাবরশন করিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মেয়েগুলোর ভয় থেকে যাচ্ছে যে পরে বিবাহিত জীবনে একথা ধরা পড়ে যাবে, মোবাইল ক্যামেরাতে অশ্লীল ছবি তুলে রাখছে— এরকম বহুভাবে হিন্দু মেয়েদের প্রথমে ফাঁসানো হচ্ছে, তারপর ভয় দেখানো হচ্ছে। ফলে আমাদের মেয়েগুলো বাধ্য হয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে ও ঐ মুসলমান ছেলেগুলোকে বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। এই হিন্দু মেয়েদের মা-বাবারা পাগলের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে, কোন রাজনৈতিক দলের সাহায্য পাচ্ছে না, আমাদের দেশের হিন্দু বিরোধী নোংরা আইনের সাহায্য পাচ্ছে না, তারপর মেয়েকে ঐ নরক থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়ে পাষাণবেদনা বুকে নিয়ে ঘরে বসে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আর এতদিন যে 'সব ধর্মই সমান', 'যত মত তত পথ'—এইসব বাণীগুলো কপচাতো—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। আর মুসলমানদের পবিত্র জেহাদের নবতম ও সরলতম সংস্করণ 'লাভ জেহাদ' সফল হচ্ছে। হিন্দু মেয়েদের ভাগ্যের এই চরম বিপর্যয়ের কথা মসজিদের টাকায় পরিপুষ্ট মিডিয়াগুলো (টিভি ও খবরের কাগজ) চেপে রাখলেও এ ঘটনা এখন এত ব্যাপক হয়েছে যে জনগণ এই ঘটনার সঙ্গে খুব পরিচিত। তাই রিজানুরের মৃত্যুকে নিয়ে এই ন্যাকামি আর ভণ্ডামি মানুষ মেনে নিতে পারেনি। তাই ৬৫ নং ওয়ার্ডের সমস্ত হিন্দু ভোটার একযোগে রুকবানুরের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ঐ ন্যাকাদেরকে জানিয়ে দিল তাদের মনের কথা, মিডিয়াকে বার্তা দিল— 'অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ, তোমার লিখন' পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন হবে আজি জয়ী।' আর মমতা ব্যানার্জী সাবধান-বার্তা পেলেন কিনা জানি না। তিনি সাবধান হোন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই যেন কলকাতার ৬৫ নং ওয়ার্ড হয়ে না যায়। তাঁর মুসলিম তোষণ মাত্রা ছাড়া দেখলে ৬৫ নং ওয়ার্ডের মত reaction-এর হিন্দু ভোটের লাভটা সিপিএম পেয়ে যাবে। প্রসঙ্গতঃ জানাই, কলকাতার ৬৫ নং ওয়ার্ডের মোট ভোট ৫০,১৮৫। এর মধ্যে হিন্দুভোট ১৫৮১৪, কিছু খ্রীষ্টানসহ আর এই হিন্দু ভোটের মধ্যে বস্তির ভোট ও তপশিলী জাতির ভোট সবথেকে বেশী। এরা সেজেগুজে মোমবাতি জ্বালানোর ছল করে টিভির পর্দায় ন্যাকাদের মত মুখ দেখাতে যায় না, কিন্তু ভোটের মেশিনে নিজের সুখ দুঃখকে প্রকাশ করে। এরা রুকবানুরের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক ভোট দিয়ে বার্তা দিল যে মুসলিম তোষণ যেন মাত্রাছাড়া না হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা দরকারী কথা বলা প্রয়োজন। ঐ ন্যাকারা রিজানুরকে নিয়ে এত কুমির কান্না কাঁদল, কারণ টিভিতে দেখাবে বলে, কাগজে ছবি বেরোবে বলে। রিজানুরের জন্য মোটেই ওদের দুঃখে বুক ফাটছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইস্যুগুলো তৈরী করছে কে? মিডিয়া। মিডিয়া অর্ক ব্যানার্জ্জী, শৈলেন্দ্র প্রসাদ বা সম্রাট মণ্ডলকে ইস্যু করল না, রিজানুরকে কেন করল? কারণ, মসজিদ থেকে মিডিয়ারা টাকা পায় বলে। সুতরাং পুলিশ কমিশনারের পর্যন্ত চাকরি গেল। তাহলে এই রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ কে করছে? মসজিদের সৌদি টাকা। এই সৌদি টাকার ফাইনাল এজেণ্ডা কি? কোরাণের নির্দেশে সারা বিশ্বকে দারুল ইসলাম বানানো। সেই পথেই এখন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও উত্তর বিহারকে আগে ইসলামি স্থানে পরিণত করা। মমতা গদির জন্য সেই এজেন্ডাকে পরিপুষ্ট করছেন, আর ন্যাকারা শুধু টিভির পর্দায় মুখ দেখানোর জন্য সেই এজেন্ডাকে সাহায্য করছে।

যাদের বাড়ীর মেয়েরা বোনেরা ফাঁদে পড়ে বোরখার নীচে হারিয়ে গেছে, তারা আমার এই কথাগুলো কিছুটা বুঝতে পারবেন। বাকী স্বার্থপর হিন্দুরা বুঝতে পারবে না। আর না বুঝে 'যত মত তত পথ' বাণী কপচে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে, ঘরেরও, সমাজেরও। ৬৫ নং ওয়ার্ডের হিন্দু ভোটারদের অভিনন্দন জানাই।

হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে মুসলমানের

জমি কেনা বন্ধ করল স্থানীয় হিন্দুরা

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকে বাউল শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাসের গ্রাম লক্ষ্মণপুরে প্রায় একমাস আগে লক্ষ্মণপুর নিবাসী রণজিত কোলের জমি হাওড়ার বড়গাছিয়া পার্বতীপুরের বাসিন্দা সেখ পিন্টু (পিন্টু ওস্তাগার) কিনছে খবর পেয়ে স্থানীয় ৩০ জন হিন্দু যুবক জমি বিক্রেতা রণজিত কোলের বাড়িতে গিয়ে বাধা দেয়। কারণ জমিটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার রাস্তার পাশে। জমির মালিক স্থানীয় হিন্দু যুবকদের জানায়, জমির অগ্রিম নেওয়া হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই। তখন লক্ষ্মণপুর গ্রামের হিন্দুরা সংহতির কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পরামর্শ চায়। সংহতির কর্মীরা ওই গ্রামের হিন্দুদের রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

গত ২২.৫.২০১০ তারিখে সেখ পিন্টু, চন্ডিতলা ১ নং ব্লকের হরিপুর অঞ্চলের তৃণমূলের গ্রাম সদস্য বাবলু মোদ্দা সহ কয়েকজন মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে রেজিস্ট্রি না হওয়া উক্ত জমির উপর জোর করে প্রাচীর তুলতে যায়। তখন স্থানীয় হিন্দুরা তীব্র প্রতিরোধ করে এবং খোঁড়া অবস্থায় প্রাচীর দেওয়া রুখে দেয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা বলাবলি করছে— বিক্রি হতে যাওয়া জমিটি ছিল জাঙ্গিপাড়া ব্লকে, আর জমিটির ক্রেতা সেখ পিন্টু হাওড়া জেলার মুসলমান। কিন্তু হুগলী জেলার চণ্ডিতলা ১ নং ব্লকের বাবলু মেদ্দা সহ কয়েকজন মুসলিম ওখানে কেন রেজিস্ট্রী না হওয়া জমিতে জোর করে প্রাচীর তুলতে এল? তাহলে কি ওখানে ইসলাম ধর্মের কোন মসজিদ বা মাদ্রাসা তৈরী করার পরিকল্পনা ছিল? এটা স্থানীয় হিন্দুরা ভাবতে শুরু করেছে।

১৬ মে জয়নগর থানার জীবন মণ্ডলের হাটে হিন্দু সংহতির কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে কর্মী সম্মেলন। সারাদিন ব্যাপি পুজাপাঠ ও ধর্মীয় আলোচনা হয়। কর্মী সম্মেলনে ভাষণ দেন সংগঠন সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। বিকালে ধর্মীয় সভায় গীতা পাঠ করেন ব্রহ্মচারিনী স্মৃতি দেবী।

দ্বিতীয় পাতার শেষাংশ

বিতর্কে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন জাকির নাইক

(৩) 'পীস টিভি'তে (Peace TV) ২০০৯ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ভারতকে দারুল ইসলাম করে তুলবে। সেইমত ধর্মান্তরণ এবং হিন্দুধর্মবিরোধী বিকৃত তত্ত্ব ও তথ্যের প্রচার বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের এই সব কার্যকলাপ ভারতের যে সকল এলাকায় চলছে তা নিয়ে আমরা সতর্ক এবং ওয়াকিবহাল। আমরা তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আমাদের শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সংস্কৃতি বজায় রাখতে এবং এদের নোংরা অপচেষ্টাকে বানচাল করতে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট আছি ও থাকব।

(৪) আমাদের লক্ষ্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা এবং সত্যের প্রচার। এরসঙ্গে যা অলীক, অসত্য-তারও মুখোশ খুলে ধরা। যারা মনে করে আমরা ঘৃণা প্রচারের অপরাধে অপরাধী, তাঁদের জন্য বলি গ্যালিলিও, কোপার্নিকাসেরা চার্চের মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায় যে অপরাধ করেছিলেন, আমাদের অপরাধও তদ্রূপ।

(৫) মানবসমাজের প্রতি গভীর ভালবাসার জন্য আমরা আমাদের যুক্তি এবং সত্য তথ্য উপস্থাপিত করতে গিয়ে হিংসাশ্রয়ী হই না বা ঘৃণ্য চক্রান্তেও লিপ্ত হই না। ইসলামের সমালোচনা করার মধ্যেও রয়েছে মুসলিম-ভাইবোনেদের প্রতি প্রীতি। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও বিস্তারের পেছনে রয়েছে কেবল হিংসা, কেবল ধ্বংসলীলা। আমরা আজ তার বদলা নিতে আর এক দফা হিংসার আশ্রয় নিতে চাই না।

(৬) হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক, তাই কারও ক্ষতি করার চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না। কিন্তু প্রকৃত ধর্মের প্রকৃত অবস্থান এবং মিথ্যা ছলনার ফাঁদে আবদ্ধ হওয়ার চিত্রই আমরা তুলে ধরছি, কারণ আগামী দিনের মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা সত্যধর্মেরই মধ্যে রয়েছে।

(৭) আমরা ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমাদের লক্ষ্য 'সত্যমেব জয়তে'। আমরা জানতে পেরেছি জাকির নাইকের পরিচয় আর তার পেছনে আছে শক্তিশালী এক বৃহৎ গোষ্ঠী। একথা বলার কারণ হল, অনেক উগ্রপন্থী জাকির নাইকের নামে শপথ গ্রহণ করেছে। আবার জাকির নাইক খোলাখুলি ওসামাকে সমর্থন করেন। অমুসলিমরা চিরকালের জন্য নরকের অগ্নিতে জ্বলতে থাকবে বলে এরা বিশ্বাস করে। আমাদের বিরোধিতা বা শত্রুতা কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়। যারা উগ্রপন্থায় মদত দেয়, অপরের প্রতি সহনশীলতার বিরোধিতা যারা করে এবং অনন্ত নরকের ভীতি প্রদর্শন করায় যারা অন্ধবিশ্বাসী— তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের রুখে দাঁড়ানো।

যা কিছু মিথ্যা তারই স্বরূপ আমরা উন্মোচিত করতে থাকব। শুধু জাকির নাইকের আধুনিক ইসলামই নয়, যে কোনও অন্ধ গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস যখনই আসুক না কেন, আমরা তার প্রতিরোধে প্রস্তুত। আশা করি শান্তি, ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে সত্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

সংশোধনী

গত সংখ্যার সংহতি সংবাদে চতুর্থ পাতায় ডায়মণ্ড হারবারের পি.ডি.এস. এর সভা ভুলবশতঃ '৩ এপ্রিল' ছাপানো হয়েছে। যেটা হওয়ার কথা '৩০ এপ্রিল'।

২৩শে জুন বলিদান দিবস

তপন কুমার ঘোষ

২৩শে জুন এসে গেল। বাঙালি যুবক কি এই দিনটাকে মনে রেখেছে? জানি না। কিন্তু সারা ভারত মনে রেখেছে। আমি চার বছর সাংগঠনিক দায়িত্ব নিয়ে উত্তর ভারতে ছিলাম। দিল্লী, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল ও জম্মুতে দেখেছি, 'জঁহা হুয়ে বলিদান মুখার্জ্জী, ওহ্ কাশ্মীর হামারা হ্যায়', 'জিস্ কাশ্মীর কো খুন সে সীঁচা, ওহ্ কাশ্মীর হামারা হ্যায়'—এই স্লোগানগুলি আজও সেখানে হিন্দু যুবকদের গায়ের রোমকূপকে খাড়া করে দেয়। কিন্তু যে বাংলা বহুরকম আন্দোলনের পীঠস্থান, সেই বাংলা ভাষায় শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এরকম জোরালো স্লোগান তৈরী হল না কেন? হ্যাঁ, আমার যুবক ভাইদের জানাই— ২৩শে জুন হল শ্যামাপ্রসাদের আত্মাহুতির দিন, বলিদান দিবস। নেহেরু, বৃটিশ ও রাশিয়ার চক্রান্তে যেমন করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ইতিহাসের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ভারতে বৃটিশের বশংবদ নেহেরু পরিবারের শাসনকে চিরস্থায়ী করার চক্রান্ত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে নেহেরুর পথে আর এক সম্ভাব্য কাঁটাকে উপড়ে ফেলতে নেহেরু ও শেখ আবদুল্লার চক্রান্তে কাশ্মীরের জেলে প্রাণ দিতে হয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রক্ষাকর্তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। এই দিনটিতে, ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন।

ঠিক যেমনভাবে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী দেখিয়ে গিয়েছেন তাঁরা বাঙলার নয়নমনি হয়েও সর্বভারতীয় জাতীয় প্রেক্ষাপটেও তাঁরা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ঠিক সেই ধারাকেই পরিপুষ্ট করে শ্যামাপ্রসাদও এই বাংলাকে রক্ষা করেও ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির জন্য আত্মবলিদান দিয়ে ভারতের আকাশে এক অমলিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই সিংহপুরুষের ব্যক্তিত্ব ও বলিদানের পাশে জ্যোতি বসু, প্রণব মুখার্জ্জীর মত নেতাদেরকে চামচিকের মত মনে হয়। শ্যামাপ্রসাদের বাড়ীটা আজ আশুতোষ কলেজ, জ্যোতি বসুর সরকারী পয়সায় লিফট লাগানো হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ীটা তাঁর পরিবারের জন্য রেখে দিয়েও সরকারী বাড়ীটাও (ইন্দিরা ভবন) তাঁর নামে দখলের চেষ্টা হচ্ছিল। বাঙালি উদ্বাস্তুকে রক্ষার জন্য শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন, আর প্রণব মুখার্জী বাঙালির সর্বনাশ করার মূল্যেও শুধু মন্ত্রীত্বের লোভে নেহেরু পরিবারের আজীবন ক্রীতদাসত্ব করে গেলেন। তিনি তাঁর তথাকথিত চাণক্যসুলভ কূটবুদ্ধি দিয়ে সারা ভারতে কংগ্রেসের পথের কাঁটাকে সরিয়েছেন, আর সেই কূটবুদ্ধি দিয়েই দিল্লীর সঙ্গে সিপিএমের অগোপন আঁতাত বজায় রেখে ৩৩ বছর এই বাংলায় সিপিএম বিরোধী কোন আন্দোলনকে মাথা তুলতে দেননি। তাঁর এই পরিবার সেবার প্রসাদ হিসাবে বারবার রাজসভায় সদস্যপদ পেয়েছেন, মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন, কিন্তু ভোটে জনগণের সামনে দাঁড়াতে বড়ই ভয় পেয়েছেন। এইসব গুছিয়ে নেওয়া নেতাদেরকে দেখে দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও বলিদানের কোন প্রেরণা যুবসমাজ পায় না।

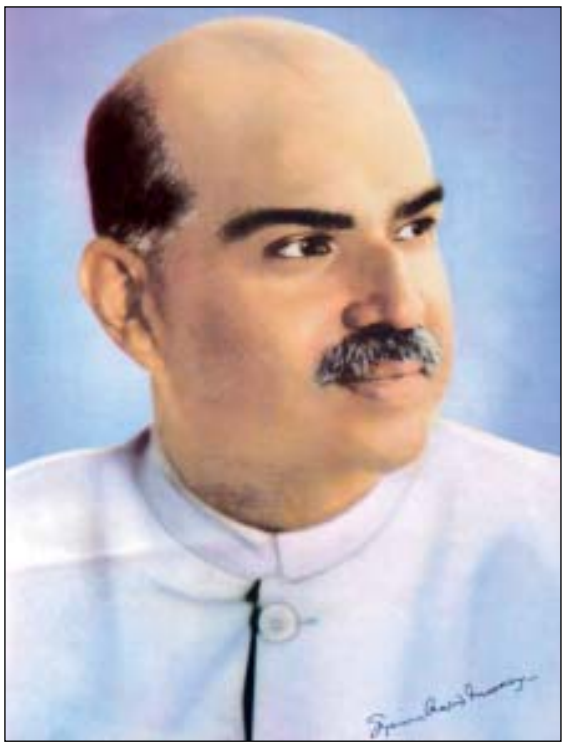

তাই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুদিন, হত্যার দিনকে সারা দেশে বলিদান দিবস হিসাবে পালন করেন শ্যামাপ্রসাদ অনুগামীরা। সেই দিনটি এই ২৩শে জুন। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের পুত্র সিংহপুরুষ ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীকে নেহেরু পরিবারের ক্রীতদাস কংগ্রেস, মুসলিম তোষণকারী তৃণমূল ও দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্টরা মনে রাখুক বা না রাখুক, আজ বাংলার হিন্দু যুবকদের মনে রাখতে হবে। কারণ, ওই কংগ্রেসী ও কম্যুরা আমাদের বাংলাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল, দুই তৃতীয়াংশ বাংলাকে জিন্নার হাতে তুলে দিয়েওছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বাঘের মত জিন্না নামক শেয়ালের গ্রাস থেকে এক তৃতীয়াংশ বাংলাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বলেই আজ এখানে এত বিপ্লব আর মা মাটি মানুষ হচ্ছে। সেদিন শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে আজ এখানে শুধু 'নারায়ে তক্‌দীর আল্লাহু আকবর' হতো আর আমরা হতাম মালাউন। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বলেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু রিফিউজী হয়নি আর পূর্ববঙ্গের রিফিউজী এখানে ঠাঁই পেয়েছে। সেই শ্যামাপ্রসাদকে আজ যারা স্মরণ করেনা, তারা অকৃতজ্ঞ বেইমান হতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ রক্তের হিন্দু যুবক আমরা অকৃতজ্ঞ হতে পারিনা। যেসব দলের পার্টি অফিসে গান্ধী ও নেহেরুর ছবি টাঙানো থাকে, তাদেরকে প্রশ্ন করি, ওই দুই মহাপুরুষ আমাদের বাঙলার জন্য কী করেছেন? এই বাংলার জন্য তাঁদের একটা অবদানের কথা বলুন! যেসব দলীয় দপ্তরে মার্কস লেনিন স্ট্যালিনের ছবি টাঙানো থাকে, তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করি, গোটা বিশ্বের পরিত্যক্ত এই তিনজন মহামতি আমাদের বাংলার জন্য কী করেছেন? উত্তর হবে— ওঁদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি লাল বিপ্লবীরা শিল্পসমৃদ্ধ বাংলার শিল্পক্ষেত্রে লালবাতি জ্বালিয়েছেন। এই কীর্তির জন্য যতদিন বাংলার শিল্প খাবি খাবে, যতদিন বাংলার বেকাররা ধুঁকবে, ততদিন ঐ তিন বিদেশী মহাপুরষকে স্মরণ করবে। আর শ্যামাপ্রসাদ! তিনি পশ্চিমবঙ্গের মাটি বাঁচিয়েছেন, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় কলকাতার হিন্দুদের রক্ষা করেছেন, সারা বাংলায় জেলায় জেলায় হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড তৈরী করে হিন্দু রক্ষা করেছেন, তেতাল্লিশের মন্বন্তরে বাঙালিকে শুকিয়ে মারার বৃটিশের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবে দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা তৈরী করেছেন, বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহেরুর বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছেন, কবি নজরুল ইসলামের চিকিৎসার খরচ দিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছেন, উপাচার্যরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বস্তরে নিয়ে গিয়েছেন, সমাবর্তনে উৎসবে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বাংলায় ভাষণ দেওয়া করিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, আর সর্বশেষ— দেশের অখণ্ডতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই শ্যামাপ্রসাদের ছবি প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারীদের দপ্তরে থাকে না। তাই তো আমাদের বাংলা ভাগ হয়েছে, তাইতো বাঙালি রিফিউজী হয়েছে। আজ আবার বাংলায় 'দোয়া' ও 'আস্‌সালাম আলাইকুম্'-এর যা বাড়াবাড়ি, তাতে আজও যদি বাঙালি শ্যামাপ্রসাদকে স্মরণ না করে, শ্যামাপ্রসাদের জীবন, কর্ম ও বাণী থেকে শিক্ষা না নেয়, তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গ আবার একবার ভাগ হবে। বাঙালি হিন্দু আবার একবার রিফিউজী হবে।

শ্যামাপ্রসাদের জীবন ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি মাত্র ৫৩ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জীবনে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা ও অবদান ছিল বিশাল। তার বর্ণনা এই স্বল্প পরিসরে করার চেষ্টা করব না। এক উজ্জ্বল মানবতার প্রতীক, জাতীয় অখণ্ডতার প্রতীক, ন্যায়ের জন্য সংঘর্ষের প্রতীক, ত্যাগের প্রতীক ও সর্বোপরি আত্মাহুতির প্রতীক ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবসে তাঁর চরণে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা অবনত মস্তকে প্রণাম নিবেদন করি। আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করি— বাংলার মাটিকে আর একবার বিধর্মী আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে হিন্দু সংহতির যুবকদের তিনি আশীর্বাদ করুন।

প্রথম পাতার শেষাংশ

মুসলিম সংরক্ষণ বিরোধী ডেপুটেশন

তাঁকে এই সংবিধান বিরোধী সংরক্ষণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। তিনি সহমত ব্যক্ত করেন এবং সাদরে জ্ঞাপনটি গ্রহণ করেন। পরে অফিসের সকলকে সংহতি সংবাদ ও হ্যান্ডবিল দেওয়া হয়।

একইভাবে ১৭মে হাওড়া জেলার আমতা-১ ও আমতা-২ জয়পুর ব্লকের বি.ডি.ওকে জ্ঞাপন দেওয়া হয়। জ্ঞাপনটি দেন সম্পাদক মুকুন্দ কোলে, পলাশ মালিক, তপন রীত ও আরো অনেকে।

হাসনাবাদ ও মিনাখাঁ ব্লকেও একইভাবে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শ্রী তন্ময় পাল, নারায়ণ ঘোষ, সপ্তর্ষি মণ্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় সাউয়ের নেতৃত্বে একটি টিম ১০মে হাসনাবাদ বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেন।

শ্রী প্রদীপ দাস, প্রদীপ শীল ও মৃত্যুঞ্জয় সাউয়ের নেতৃত্বে একটি টিম ৪মে মিনাখাঁ ব্লকের বি.ডি.ওকে জ্ঞাপন দেন। উভয় জায়গাতেই আরও কর্মীরা সঙ্গে যান। তারা সংরক্ষণ বিরোধী স্লোগান ও প্রচার পত্র বিলি করেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাট-১ ব্লকে গত ১২ই মে জালিম বিশ্বাস, অনিমেষ বিশ্বাস ও সুমঙ্গল নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com